কোটচাঁদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আলমসাধু চালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সড়ক দূর্ঘটনায় তরিকুল ইসলাম (৪৫) নামে এক আলমসাধু চালক নিহত হয়েছেন। রবিবার দুপুরে উপজেলার সাফদারপুর-সুয়াদী সড়কে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহতের পারিবারিক সূত্র জানায়, রবিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে তরিকুল নিজ আলমসাধু নিয়ে সাফদারপুর বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথিমধ্যে সুয়াদী গ্রামের মাঠের সড়কে গাড়ির নিয়ন্ত্রন হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এসময় তরিকুল আলমসাধুর নিচে চাপা পড়ে গুরতর আহত হয়।
পথচারিরা তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার পথে তার মৃত্যু হয়। নিহত তরিকুল ইসলাম ভোমরাডাঙ্গা গ্রামের নাসির উদ্দিন বিশ্বাসের ছেলে।

কোটচাঁদপুর পৌরসভায় দূর্ধর্ষ চুরি নিয়ে গেছে নগদ অর্থ-কম্পিউটার পিসি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভায় দূর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার দিবাগত রাতে পৌর ভবনের দ্বিতীয় তলায় এ চুরির ঘটনা ঘটে। চোর চক্র পৌরসভার ব্যবহৃত মই দিয়ে দ্বিতীয় তলার মূল ভবনের গ্রিল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় হিসাব রক্ষকের রুমের তালা ভেঙ্গে নগদ অর্থ ও কম্পিউটার পিসি চুরি করে পালিয়ে যায়।
হিসাব রক্ষক আল-মাউন কাঞ্চন জানান, রবিবার সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে অফিস সহকারি বাবুল হোসেন পৌর ভবনের দ্বিতীয় তলায় গিয়ে আমার রুমের তালা ভাঙ্গা ও ভিতরে অফিসের কাগজ পত্র এলোমেলো ভাবে পড়ে থাকতে দেখে আমাকে ফোন করে। আমি বিষয়টি মেয়রকে জানায়। চোরেরা আমার অফিস কক্ষের তিনটি আলমারী ও টেবিলের ডয়ারের তালা ভাঙ্গচুর করে। আলমারীতে থাকা নগদ ৮৫ হাজার টাকা ও একটি কম্পিউটার পিসি

নিয়ে যায়। এছাড়া অতিথি ভবনের তালা ভেঙ্গে কাগজ-পত্র তছনছ করে। বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানায়, বর্তমান মেয়রের আগেও হিসাব রক্ষকের রুমে দুইবার চুরির ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, পৌর ফাড়ি ইনচার্জ আক্তারুজ্জামান লিটন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ চুরির ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পৌরসভার নৈশ প্রহরী ফিরোজ (৪৫) কে আটক করে। এঘটনায় পৌর সচিব এ.এফ.এম. ইনামুল হক বাদী হয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।
এব্যাপারে মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিমের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, নিয়মিত নৈশ প্রহরী থাকার পরও চুরির বিষয়টি সন্দেহ জনক। পুলিশ তাকে আটক করেছে। হয়ত চুরির মোটিভ উদ্ধার হবে।

গাংনীর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বোমা সাদৃশ্য ২টি বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ০২ নম্বর তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দুটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। রোববার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিংয়ের গ্রিলের পাশ থেকে এ বস্তু দুটি উদ্ধার করা হয়।
৪ নম্বর ওয়ার্ড রামদেবপুর গ্রামের চৌকিদার মনিরুল ইসলামের নিকট থেকে জানা গেছে, রোববার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিংয়ের ভেতরের অংশে গ্রিলের পাশে একটি টিস্যু শপিং ব্যাগের মধ্যে লাল টেপ দিয়ে জড়ানো দুটি বোমাসদৃশ বস্তু দেখতে পান। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি এ বিষয়টি স্থানীয় লোকজন ও তার কর্মকর্তাকে জানান। সংবাদ পেয়ে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম বস্তু দুটিকে উদ্ধার করে বালতির পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে যায়।
তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম জানান, লাল টেপ দিয়ে জড়ানো দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে বিষয়টি তিনি শুনেছেন। কে বা কাহারা এ ঘটনা ঘটাতে পারে বলে আপনি মনে করেন? সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, কে বা কাহারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে সেটা তিনি জানেন না। তবে নির্বাচনকে সামনে রেখে ভয়-ভীতি দেখানোর উদ্দেশ্যে কেহ এ ধরনের কাজ করতে পারে বলে

যে তিনি প্রাথমিকভাবে ধারনা করছেন।
এ বিষয়ে গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ বজলুর রহমান জানান, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ বিল্ডিংয়ের পিছন দিক থেকে লাল টিপ দিয়ে জড়ানো বোমা সদৃশ দুইটা বস্তু কে বা কাহারা রেখে গেছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল থেকে বস্তুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। তবে কে বা কাহারা কি উদ্দেশ্যে এটা রেখে গেছে প্রাথমিকভাবে তার কারণ জানা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনা তদন্তে পুলিশ মাঠে রয়েছেন।

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ৪

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দেলোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তি নিহত ও শিশুসহ ৪ জন আহত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাদবিল ইম্প্যাক্ট এলাকায় এঘটনা ঘটে।

নিহত দেলোয়ার হোসেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আসমানখালী মুচাইনগর গ্রামের বাসিন্দা। আহতরা হলেন- একই এলাকার চম্পা খাতুন,সাহেরা খাতুন, রুনা খাতুন ও ভ্যান চালক সহরদ্দিন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত চম্পা খাতুন বলেন, দেলোয়ার হোসেন স্ট্রোক জনিত রোগে ভুগছিলেন। তার চিকিৎসার জন্য একটি পাখিভ্যানযোগে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিলাম।

পথিমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাদবিল ইম্প্যাক্ট এলাকায় পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মাইক্রো পাখিভ্যানে ধাক্কা দেয়। এসময় ভ্যানসহ আমরা সকলে ছিটকে একটি গর্তে পড়ি। স্থানীয়রা আমাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে দেলোয়ার হোসেন মারা যায়।

কোটচাঁদপুরে সঙ্গীত গুরু অজয় দাশকে সম্মাননা প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বনামধন্য সংগীত শিল্পী ও সঙ্গীত গুরু অজয় দাশের সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় কোটচাঁদপুর পৌর শিল্পকলা একাডেমীর আয়োজনে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স মিলনায়তনে প্রখ্যাত এ সঙ্গীত গুরুর সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। পৌর শিল্পকলা একাডেমীর সভাপতি ও পৌর মেয়র সহিদুজ্জমান সেলিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

প্রগতিশীল নাগরিক সমাজের সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান আগা খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পৌর শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোক্তা ইন্সপেক্টর ইমরান আলম, একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, কিংশুক সম্পদক জিয়ারুল হোসন, মিতালী সাহিত্য সংসদের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মিতুল সাইফ, কবি আক্তারুজ্জাম রকিব, তবলা বাদক মনির প্রমূখ।

পরে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সংগীত পরিবেশন করেন, গুরু অজয় দাশ, শিল্পি অর্থি, নিধি, বলয়, বিপ্লব বিশ্বাস, সমিত্র, অহনা বিশ্বাস ও হাসান। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন নৃত্য শিল্পি সবুজ হোসেন ও তার দল।

ঝিনাইদহে খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

শুরু

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (ফলিত পুষ্টি) বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। শনিবার সকালে সদর উপজেলার মধুপুর বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)’র খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা শুরু হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বারটান’র নির্বাহী পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আব্দুল ওয়াদুদ। উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও আঞ্চলিক প্রধান কৃষিবিদ ড. মোঃ নুর আলম সিদ্দিকী’র সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রশিক্ষক ফাহমিদা খাতুন, বারটানের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সোনিয়া শারমিন, সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা। ৩ দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কৃষি কর্মকর্তা, শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, এনজিও কর্মীসহ ২ ব্যাচে ৬০ জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন।

গাংনীর কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান প্রার্থী মিজানুর রহমান রানা’র মনোনয়ন পত্র জমা

আগামী ১১ ই নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মিজানুর রহমান রানা। শনিবার দুপুর ২ টায় গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল আজিজের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন।
মনোনয়ন পত্র জমাদান শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, অতীতের মতো ভবিষ্যতেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে ও এলাকাবাসী প্রত্যাশার কারণে চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়েছেন।

তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে কাথুলী ইউনিয়নের চলমান কাজ শেষ করবেন বলে আশা প্রকাশ করে ভোটার কর্মী সমর্থকদের দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।

মন্দিরে হামলা-ভাংচুরের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

কুমিল্লা, হাতিয়া, চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা-ভাংচুর ও সাম্প্রদায়িক উস্কানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা বাম গণতান্ত্রিক জোট। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জোটের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেয়। এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি রবিউল আলম খোকন বাসদের সমন্বয়ক এ্যাড, আসাদুল ইসলাম আসাদ, বাংলাদেশের ওর্য়াকাস পার্টির সাধারন সম্পাদক সাহিদুল এনাম পল্লব, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারন সম্পাদক স্বপন কুমার বাগচী, বাংলাদেশ নারী মুক্তি পরিষদের আহবায়ক স্বপ্না সুলতানা প্রমুখ। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বর্তমানে মন্দির ভাংচুর করে যারা ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা করছে তাদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি দিতে হবে। সেই সাথে এর উস্কানীদাতা ও ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। বক্তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ৭২’র সংবিধানের ফিরে যাওয়া আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত

‘আমাদের কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ ভালো উৎপাদনে ভালো পুষ্টি, আর ভালো পরিবেশেই উন্নত জীবন’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালিত হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শনিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সেলিম রেজা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক আলী জিন্নাহ, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনাইদ হাবীবসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তারা, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে স্বাস্থ্য সম্মত ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
এর আগে দিবস উপলক্ষে কালেক্টরেট চত্বর থেকে একটি র্যালী বেরা করা হয়। র্যালীটি বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিন করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

বরাদ্দ না পাওয়ার উন্নয়ন হয়নি ৪নং ওয়ার্ডের (ভিডিও সহ)

মেহেরপুর পৌরসভাটি প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কিন্তু ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার নাগরিক সেবা তৃতীয় শ্রেণীর মতন এমন অভিযোগ এলাকাবাসীর। বাসিন্দারা নাগরিক অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

নির্বাচনের সময় নানা ধরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবায়ন হয়নি কোনকিছুই। নিজেদের সুবিধা অসুবিধা জানানোর লোক নেই। অনেকের

অভিযোগ অসুবিধার বিষয়গুলো কাউন্সিলরকে অবগত করলেও কোন সুফল মেলেনা। দেখা মেলে না কাউন্সিলরের।

অপরিকল্পিত ড্রেন নির্মাণের কারণে ভোগান্তিতে এলাকাবাসী। ড্রেনের পানি থেকে দুর্গন্ধ ও মশা-মাছির উপদ্রপে অতিষ্ট জীবন। মাসের পর মাস ড্রেনগুলো পরিষ্কার না করায় ময়লা আবর্জনায় ভরে গেছে।

অনেক এলাকায় ড্রেনের গাইড ওয়াল ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে পানি নিষ্কাশন তো হয় না উল্টো ড্রেনের পানি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় অনেক এলাকায় ড্রেনের গাইড ওয়াল ভাঙা। অধিকাংশ ড্রেনের নেই ঢাকনা।

কিছু এলাকায় ড্রেনের মধ্যেই ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে পানি নিষ্কাশন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। নিয়মিত ড্রেন পরিষ্কার না করা ও ড্রেনের ভিতরে ময়লা ফেলা অসচেতন কিছু নাগরিকদের কারণে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে অনেককেই। যার কারণে পরিস্থিতি মেনে নিয়েই বসবাস করতে হচ্ছে এলাকাবাসীদের।

মেহেরপুরের হঠাৎপাড়া, শেখপাড়া, কালাচাঁদপুর, খানপাড়া একাংশ, তাঁতীপাড়ার একাংশ, নতুনপাড়া, মাঠপাড়া, বেড়পাড়ার একাংশ ও ফুলবাগানপাড়া নিয়ে গঠিত মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের মধ্যে রয়েছে ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি ডিগ্রী কলেজ, ১টি টেকনিক্যাল স্কুল (বর্তামানে বন্ধ)। ওয়ার্ডে মোট ভোটার ৪৬৮৯ জন তবে আরো কিছু নতুন ভোটার বেড়েছে। ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর মোঃ শাকিল রাব্বী।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ৪ নং ওয়ার্ডের কিছু উন্নয়ন হলেও পাড়ার ভিতরের চিত্র ভিন্ন। সড়কে বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দর, ড্রেনেজ ব্যবস্থার দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কার ও পুণঃ নির্মাণ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা। বসবাস করতে হচ্ছে বসতবাড়ির আশেপাশে ড্রেনের গাইড ওয়াল ভাঙা ও ঢাকনা বিহীন ড্রেনের পাশে দূর্গন্ধময় কাঁদা পানি, ময়লা আবর্জনার স্তুুপ। পাড়া মহল্লার ভিতরে যে সমস্ত ড্রেনগুলো আছে যা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়না। গাইড ওয়াল ভাঙা ও ঢাকনা বিহীন এসকল ড্রেনের দূর্গন্ধময়

কাঁদা পানি, ময়লা আবর্জনায় ভরা। ৪নং ওয়ার্ডের প্রতিটি পাড়ার একই চিত্র দেখা মেলে। প্রথম শ্রেণির পৌরসভার খুব বেশি উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এই ৪ নং ওয়ার্ডে।

কালাচাঁদপুর এলাকার সুজন বলেন, আমাদের এলাকার ড্রেনগুলো অপরিকল্পিত ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। বৃষ্টি ও দৈনন্দিন ব্যবহারের পানি নিষ্কাশন তো হয়ই না, উল্টো ড্রেনের পানি বাড়িতে প্রবেশ করে। নিন্মমানের সামগ্রী দিয়ে ড্রেন নিমাণ করায় এই ড্রেনের বিভিন্ন জায়গায় এমনিতেই ড্রেনের গাইড ওয়াল ভেঙ্গে পড়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা। বর্ষার সময় পুরো রাস্তাতে হাটু পানি থাকে। ড্রেনের দূর্গন্ধময় পানি আজও টিউবয়েলের পাড়ে জমে আছে। এখন এমন এক অবস্থা গন্ধে টিউবয়েলের পানিও খাওয়া যায় না। এমন ড্রেন রাখার চাইতে না রাখাই ভালো।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফুলবাগানপাড়ার একজন বাসিন্দা বলেন, পাড়ার ভিতরে ড্রেনগুলোর অবস্থা ভালো না। ড্রেনগুলো ঠিকমত পরিষ্কার করে না। ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট কোন জায়গা না থাকায় পাশে লোকের জায়গায় আবর্জনা ফেলতে হয়। সমস্ত ড্রেনই ঢাকনা বিহীন। ড্রেনের পাশেই অনেকে তৈরী করেছেন সার গর্ত যেখানে প্রতিনিয়ত ফেলা হচ্ছে বাড়ির দৈনন্দিন আবর্জনা,গরুর গবরসহ যাবতীয় ময়লা। এগুলো আবার বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে নামছে ড্রেনের ভিতরে।

নতুনপাড়ার কুদ্দুস আলী সহ একাধিক বাসিন্দা অভিযোগ করে বলেন, রাস্তাগুলো মোটামুটি ভালো থাকলেও ড্রেনগুলো পরিষ্কার না করায় পানি নিষ্কাশন হয়না। কত বছর যে ড্রেনগুলো পরিষ্কার করা হয়নি তা জানা নেই। তাছাড়া এলাকায় ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় যেখানে সেখানে ময়লা পড়ে থাকে। ভুল করেও এদিকে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা আসে না। প্রথম শ্রেণীর পৌরসভায় বসবাস করেও মনে হয় গ্রামে বসবাস করছি।

একই এলাকার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী বলেন, বাড়ির ভিতরে ড্রেন। ড্রেনে নেই কোন ঢাকনা। যার কারণে বাড়ির ব্যবহৃত ও বৃষ্টির পানিতে সবসময় জলবদ্ধতা হয়ে থাকে। ড্রেনের কাঁদা ও পচা পানির দূর্গন্ধে বাড়িতে বসবাস করা যায় না। বারবার বলেও এর প্রতিকার মেলেনি। ঢাকনাবিহীন ড্রেনের কারণে মশার-মাছির উপদ্রপে বসবাস করায় মুশকিল। ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গার অভাবে পাড়ার ভিতরে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে।

ওয়ার্ডের উন্নয়ন চিত্র-
এলাকার উন্নয়নের মধ্যে নতুনপাড়া কবরস্থান রোড ফ্লাট সোলিং। মাঠপাড়া পিয়রুলের বাড়ি থেকে নেঙ্গু ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। আক্তারুলের বাড়ি থেকে মহাসিন ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। মহাসিন ফকিরের বাড়ি থেকে হাবলুর বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। রবুর বাড়ি হতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং। মালেকের বাড়ি হতে নুর মহাম্মদের বাড়ি পর্যন্ত ফ্লাট সোলিং।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাউন্সিলর মোঃ শাকিল রাব্বী বলেন, বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে আমার ওয়ার্ডে কোন উন্নয়নমূলক কাজ আমি করতে পারিনি। কিছু টিআর প্রকল্প পেয়েছিলাম তা দিয়ে এলাকার কিছু কাজ করেছি। আমি কোন উন্নয়ন করতে পারিনি।